চিটাগাং কাস্টমস্ ক্লিয়ারিং এন্ড ফরওয়ার্ডিং এজেন্টস্ এসোসিয়েশন

সি এন্ড এফ টাওয়ার (১৪তম তলা) ১৭১২, শেখ মুজিব রোড, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।

ফোনঃ ২৫১৩৮০১-৩ ফ্যাক্সঃ ০৩১-২৫১৩৮০৪ Website- www.cnfctg.org, www.cnfctg.net

E-mail- cnfctg@gmail.com, cnfctg@yahoo.com

নির্বাচন কমিশনের দপ্তর

প্রচার পত্র নং- নিক-৩/২০১৩ তারিখঃ ২৯/০৫/২০১৩খ্রিঃ

চিটাগাং কাস্টমস্ সি এন্ড এফ এজেন্টস্ এসোসিয়েশনের সম্মানিত সদস্য/সদস্যাদের জানানো যাচ্ছে, অত্র এসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহী পরিষদের দ্বিবার্ষিক নির্বাচন (২০১৩-১৪) আগামী ২৯/০৬/১৩ইং শনিবার সকাল ৯টা হতে বিকাল ৫টা পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত তফশিল অনুযায়ী সি এন্ড এফ টাওয়ারের ১৩তম তলায় অনুষ্ঠিত হবে।

কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন (২০১৩-১৪)এর তফশীল

ক্রঃ নং	বিবরণ	তারিখ ও সময়	মন্তব্য/নির্দেশনা
০১	প্রাথমিক ভোটার তালিকা প্রকাশ	০২/০৬/১৩ বেলা -১২-০০ টা	নির্বাচন কমিশনের নোটিশ বোর্ড
০২	প্রাথমিক ভোটার তালিকা সম্পর্কিত আপত্তি দাখিল	০৪/০৬/১৩ অপরাহ্ন ৫-০০ টা পর্যন্ত	নির্বাচন কমিশনের দপ্তর
০৩	প্রাথমিক ভোটার তালিকা সম্পর্কিত আপত্তির শুনানী ও নিস্পত্তি	০৬/০৬/১৩ অপরাহ্ন ৪-০০ টা	নির্বাচন কমিশনের দপ্তর
০৪	চুড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ	০৮/০৬/১৩ অপরাহ্ন ৫-০০ টা	নির্বাচন কমিশনের নোটিশ বোর্ড
০৫	ভোটার তালিকাসহ মনোনয়নপত্র সংগ্রহ	০৯/০৬/১৩ সকাল ৯-০০ টা হইতে বিকাল ৫-০০টা	৫,০০০/-টাকা পরিশোধ সাপেক্ষে নির্বাচন কমিশনের দপ্তর হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে।
০৬	মনোনয়ন পত্র দাখিলের শেষ তারিখ	১১/০৬/১৩ সকাল ৯-০০ টা হইতে বিকাল ৩-০০ টা পর্যন্ত	নির্বাচন কমিশনের দপ্তর
০৭	দাখিলকৃত মনোনয়ন পত্র বাছাই	১২/০৬/১৩ বেলা ১২-৩০ টা	নির্বাচন কমিশনের দপ্তর
০৮	বাছাই উত্তীর্ণ প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ	১২/০৬/১৩ অপরাহ্ন ৫-০০ টা	নির্বাচন কমিশনের নোটিশ বোর্ড
০৯	মনোনয়ন পত্র বাছাই সম্পর্কীত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল দাখিল	১৩/০৬/১৩ বেলা ১২-৩০ টা পর্যন্ত	নির্বাচন কমিশনের দপ্তর
১০	আপিল সংক্রান্ত শুনানী ও নিস্পত্তি	১৫/০৬/১৩০ বেলা ১২-৩০ টা	নির্বাচন কমিশনের দপ্তর
১১	প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ	১৫/০৬/১৩ বিকাল ৫-০০ টা	নির্বাচন কমিশনের নোটিশ বোর্ড
১২	প্রার্থীতা প্রত্যাহার পত্র দাখিলের শেষ তারিখ	১৬/০৬/১৩ দুপুর ১২-৩০ টা পর্যন্ত	নির্বাচন কমিশনের দপ্তর
১৩	প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ	১৬/০৬/১৩ বিকাল ৫-০০ টা	নির্বাচন কমিশনের নোটিশ বোর্ড
১৪	ভোট গ্রহনের তারিখ ভোট গ্রহনের সময়	২৯/০৬/১৩ সকাল ৯-০০ টা হইতে বিকাল ৫-০০ টা পর্যন্ত	সিএন্ডএফ টাওয়ার (১৩ তম তলা)
১৫	ফলাফল প্রকাশ	একইদিন ভোট গণণার পর	ঐ
১৬	শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান	০৩/০৭/২০১৩	

সর্বশেষ সংশোধিত গঠনতন্ত্র মোতাবেক নিম্ন বর্ণিত কার্যনির্বাহী পরিষদের বর্তমান কাঠামো অনুযায়ী সর্বমোট ২৯টি পদে সরাসরি ভোট অনুষ্ঠিত হবে।

কার্যনির্বাহী পরিষদের সাংগঠনিক কাঠামো ঃ

(১) সভাপতি	১ জন
(২) ১ম সহ-সভাপতি	১ জন
(৩) ২য় সহ-সভাপতি	১ জন
(৪) ৩য় সহ-সভাপতি	১ জন
(৫) সাধারণ সম্পাদক	১ জন
(৬) ১ম যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক	১ জন
(৭) ২য় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক	১ জন
(৮) অর্থ সম্পাদক	১ জন
(৯)সহ অর্থ সম্পাদক	১ জন
(১০) কাষ্টমস্ বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
(১১) কাস্টমস্ বিষয়ক ১ম সহ সম্পাদক	১ জন
(১২) কাস্টমস্ বিষয়ক ২য় সহ সম্পাদক	১ জন
(১৩) বন্দর বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
(১৪) বন্দর বিষয়ক ১ম সহ সম্পাদক	১ জন
(১৫) বন্দর বিষয়ক ২য় সহ সম্পাদক	১ জন
(১৬) আইন বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
(১৭) প্রচার ও দপ্তর বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
(১৮) প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
(১৯) সাংস্কৃতিক, শ্রম ও সমাজ কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
(২০) নির্বাহী সদস্য	১০ জন
মোট	২৯ জন

সর্বশেষ সংশোধিত গঠনতন্ত্রের ১৮ অনুচ্ছেদের নির্দেশনা মোতাবেক নির্বাচন কমিশন নির্বাচন পরিচালনা এবং ভোট গ্রহণ সম্পন্ন করবেন। সদস্য/সদস্যাদের এতদসংক্রান্ত নিয়মাবলী অবহিত করার লক্ষে উক্ত অনুচ্ছেদ নিম্নে প্রদান করা হল।

অনুচ্ছেদ নং-১৮

কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন পদ্ধতি।

(ক) কার্যনির্বাহী পরিষদের পদ ভিত্তিক সরাসরি নির্বাচন বার্ষিক সভা অনুষ্ঠানের ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে।

(খ) নির্বাচিত পরিষদের মেয়াদকাল ২ (দুই) বৎসর হবে।

(গ) নির্বাচন পূর্ব বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত সদস্যদের মধ্য থেকে একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও দুইজন কমিশনার মনোনয়নের মাধ্যমে গঠিত একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন পরিচালনা করবেন। নির্বাচন কমিশনের সদস্যগণ উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় নিরপেক্ষতার শপথ গ্রহণ করবেন এবং শপথ নামায় স্বাক্ষর করবেন। নির্বাচন কমিশনের সদস্যগণকে অবশ্যই দক্ষ, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং সংবিধানিক বিষয়ে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে।

(ঘ) কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন কর্মকর্তা/সদস্য কিংবা আসন্ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী কোন সদস্য নির্বাচন কমিশনের সদস্য হতে পারবেন না।

(ঙ) পদভিত্তিক নির্বাচনে কার্যনির্বাহী পরিষদের কর্মকর্তা ও সদস্যের সর্বমোট ২৯ টি পদের জন্য একজন ভোটার সর্বোচ্চ ২৯ টি ভোট প্রদান করতে পারবেন।

(চ) নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরবর্তী ১০ দিনের মধ্যে অভিষেক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হবে। অভিষেক অনুষ্ঠানে নব নির্বাচিত পরিষদ শপথ গ্রহণ করবেন। প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

(ছ) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে দুইজন সমান সংখ্যক ভোট পেলে নির্বাচন কমিশন লটারীর মাধ্যমে একজনকে নির্বাচিত ঘোষণা করবেন।

(জ) অত্র গঠনতন্ত্রের ৪নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত ঘ উপধারার আলোকে নির্বাচন কমিশন ছবিযুক্ত হালনাগাদ ভোটার তালিকা প্রকাশ করবেন। ছবিযুক্ত ভোটার তালিকায় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে যার নাম ও ছবি অন্তর্ভুক্ত থাকবে কেবলমাত্র তিনি ভোট দান ও নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন।

ভোটার হওয়ার পদ্ধতিঃ

ভোটার তালিকায় নাম ও ছবি অন্তর্ভুক্তির জন্য ব্যক্তি মালিকানা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে স্বত্বাধিকারীর নাম ও ছবি সরাসরি ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবে।

অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ম্যানেজিং পার্টনার স্বয়ং অথবা ম্যানেজিং পার্টনার এর ক্ষমতার্পন পত্র (লেটার হ্যাডে পেষ্ট করা সীল ফটোসহ) ও বুকলেটের কপি যাচাই করে মনোনীত অংশীদারের নাম ও ছবি ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবে।

লিমিটেড প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান/ম্যানেজিং ডাইরেক্টর স্বয়ং অথবা চেয়ারম্যান/ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের ক্ষমতার্পন পত্র (লেটার হ্যাডে পেষ্ট করা সীল ফটোসহ), সংঘ স্মারক ও সংঘ বিধি এবং বুকলেট এর কপি যাচাই করে মনোনীত ডাইরেক্টরের নাম ও ছবি ভোটার তালিকায় অন্তর্ভূক্ত হবে।

(ঝ) নির্বাচন অনুষ্ঠানের ২৪ ঘন্টার মধ্যে নির্বাচন সংক্রান্ত অনিয়মের ব্যাপারে কোন প্রার্থী নির্বাচন কমিশনের নিকট লিখিতভাবে অভিযোগ করতে পারবেন। কমিশন পরবর্তী ৪৮ ঘন্টার মধ্যে অভিযোগ যাচাই/বাছাইক্রমে সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন।

(ঞ) এ গঠনতন্ত্রের আওতায় নির্বাচন কমিশন নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য যাবতীয় বিধি বিধান প্রণয়ন করবেন। নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

(ট) কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন কর্মকর্তা বা সদস্য অব্যাহতি গ্রহণ অথবা অন্য কোন কারণে কোন পদ শূন্য হলে কার্যনির্বাহী পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ট ভোটে কো-অপ্ট করে উক্ত শূন্য পদ পূরণ করা যাবে।

(ঠ) কোন কারণ বশতঃ সভাপতি কার্যনির্বাহী পরিষদ বাতিলের প্রয়োজন অনুভব করলে অথবা কার্যনির্বাহী পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ট কর্মকর্তা/সদস্য পদত্যাগ করতে চাইলে জরুরী নির্বাহী সভা আহ্বানপূর্বক কার্যনির্বাহী পরিষদের ২/৩ অংশ সদস্যের অনুমোদন সাপেক্ষে সভাপতি কার্যনির্বাহী পরিষদ বাতিল করতে পারবেন। তবে এরূপ ক্ষেত্রে একই সভায় ৭(সাত) সদস্য বিশিষ্ট এডহক কমিটি গঠন করে দায়িত্ব হস্তান্তর করতে হবে। এডহক কমিটি দায়িত্ব গ্রহনের পর সাধারণ সভা আয়োজন করে ৯০ দিনের মধ্যে নুতন কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশন গঠন করবেন।

(ড) যে সদস্য পূর্ববর্তী বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে এসোসিয়েশনের সকল পাওনা আদায় করে ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভূক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছেন তিনি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না।

(ঢ) প্রাকৃতিক দূর্যোগ কিংবা দেশে বিরাজমান বিরূপ পরিস্থিতির কারণে যথাসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠান করা সম্ভব না হলে, সে ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে নির্বাচনের তারিখ পুনঃ নির্ধারণ করতে পারবেন। তবে পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যেও যদি নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব না হয় সেক্ষেত্রে বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বানের মাধ্যমে সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সময় বৃদ্ধি করা যাবে।

গঠনতন্ত্রের ১৮(জ) অনুচ্ছেদের আলোকে নির্বাচন কমিশন ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করবে। স্বত্বাধিকারী প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারীগণ সরাসরি ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবেন। লিমিটেড এবং পার্টনারশীপ প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান/ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ও ম্যানেজিং পার্টনার স্বয়ং অথবা তাদের মনোনীত প্রতিনিধির নাম ও ছবি যথাযথ আবেদনের মাধ্যমে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে। লিমিটেড ও পার্টনারশীপ প্রতিষ্ঠানের মনোনীত ভোটারদের বিবরণ আহ্বান করে ইতিমধ্যে নির্বাচন কমিশনের প্রচার পত্র ০১/২০১৩, ০২/২০১৩ জারী করা হয়েছে। যে সকল লিমিটেড ও পার্টনারশীপ প্রতিষ্ঠানের মনোনীত ভোটারের বিবরণ ও ছবি অত্র দপ্তরে দাখিল করেন নি, তাঁদের আগামী ৩০/০৫/১৩ইং এর মধ্যে তা দাখিলের অনুরোধ করা হল।

উল্লেখ্য ভোটার তালিকায় ভোটদাতা হিসেবে যার নাম ও ছবি মূদ্রিত থাকবে কেবলমাত্র তিনি ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
আলহাজ্ব মোহাম্মদ শরীফ	**গোলাম মওলা খান**	**আলহাজ্ব মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম**
নির্বাচন কমিশনার	প্রধান নির্বাচন কমিশনার	নির্বাচন কমিশনার